প্রশ্ন :১ প্রাচিন ভারতে সামন্ততন্ত্রের বিকাশ সম্পর্কে তোমার ধারণা ব্যক্ত করো।

উত্তর :> প্রাচিন ভারতে সামন্ততন্ত্র সংক্রান্ত আলোচনায় স্বাভাবিকভাবেই দাস-প্রথার অস্তিত্ব ও ব্যাপকতার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। যদিও মেগাস্থিনিস উল্লেখ করেছিলেন যে ভারতীয়রা সবাই স্বাধীন এবং তাদের মধ্যে কোন 'দাস' নেই। কিন্তু বৈদিক সাহিত্য, কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র', জাতক কাহিনী, অশোকের অনুশাসন, মনুসংহিতা প্রভৃতি থেকে প্রাচিন ভারতে দাস প্রথার অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। আসল কথা ভারতে দাস প্রথা ছিল, কিন্তু তথাকথিত দাস সমাজের অস্তিত্ব ছিল না।

সামন্ততন্ত্রের ধারণাটি প্রাচিন ভারতে আদৌ ছিল কিনা তা নিয়ে সর্বপ্রথম আলোকপাত করেছেন ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। আর এই বিষয়টিকে জোড়ালো রূপ দিয়েছিলেন ডঃ রামশরণ শর্মা। এছাড়াও প্রাচিন ভারতে দাসপ্রথার অস্তিত্ব নিয়ে মতামত দিয়েছেন অধ্যাপক বি.এন.এস যাদব, এস. গোপাল, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঝাঁ, ভকতপ্রসাদ মজুমদার প্রমুখ। এরা সামন্ততন্ত্রের সূচনা, বিকাশ ও অবক্ষয়ের পর্ব হিসাবে ৩০০-১২০০ খ্রিস্টাব্দকে নির্দিষ্ট করেছেন। ডঃ নুরুল হাসান যদিও এই কালবিভাজনের বিরোধিতা করেছেন। তাকে সমর্থন করেছেন ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার, ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়, ডঃ রণবীর চক্রবর্তী প্রমুখ গবেষক ঐতিহাসিকগণ। এরা মনে করেন, প্রাচিন ভারতে কোন সময়েই পশ্চিম ইউরোপের আদলে তথাকথিত শুদ্ধ সামন্ততন্ত্র ছিল না।

অধ্যাপক রামশরণ শর্মার মতে, ৩০০-৬৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে যে অগ্রহার প্রথার সূচনা হয়, তা পরবর্তী ৫০০ বছরে পরিণত রূপ পায়। এই সময়ে তাম্রশাসন জারি করে নিষ্কর জমি বা গ্রাম দানের ঘটনা সর্বভারতীয় চরিত্র পায়। ডঃ রণবীর চক্রবর্তী লিখেছেন, *"এই ব্যবস্থা কৃষি অর্থনীতির ক্ষেত্রে স্তরীকরণের গতি ত্বরান্বিত করেছিল। এই ভূমি ব্যবস্থায় ভূস্বামীর সুযোগ সুবিধার সাথে প্রকৃত চাষীর সুযোগ সুবিধার ব্যবধান বাড়তে থাকে। ভূস্বামীদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি*

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

ও ভূমি ব্যবস্থায় নানা স্তরের প্রকাশ সামন্ততন্ত্রের চরিত্রের সঙ্গে খাপ খায়।" দক্ষিণ ভারতেও এই সময় ব্যক্তিগত মালিকানা ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করেছিল। চোল লেখমালা বিশ্লেষণ করে জাপানী ঐতিহাসিক নোবরু কারাশিমা জানিয়েছেন, ১২শ-১৩শ শতকে দক্ষিণ ভারতে ব্যক্তিগত মালিকানার অস্তিত্ব ছিল।

ঐতিহাসিক ডি.ডি.কোশাম্বী মনে করেন, ৩০০ খ্রিঃ নাগাদ রাজারা তাদের অধীনস্থ নৃপতিদের কাছে কিছু জমির রাজস্ব আদায় ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। এই ব্যবস্থাকে তিনি উপর থেকে সামন্ততন্ত্র বলে অভিহিত করেছেন। ভূমির মালিকানা বঞ্চিত কেবল শ্রমদানে বাধ্য কৃষক শ্রেণির উল্লেখ সামন্ততন্ত্রের তত্ত্বকে সমর্থন করে। তাই ডঃ শর্মা, যাদব প্রমুখ ঐতিহাসিক মনে করেন, একান্তভাবে কৃষি অর্থনীতিকে ভিত্তি করেই আদি-মধ্যযুগে সামন্ততন্ত্র বিকশিত হয়েছিল। আবার শিল্প বাণিজ্যের অবনতির ফলে বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে নগরের গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছিল। নগরের এই অবক্ষয়কে শর্মা, যাদব প্রমুখ সামন্ততন্ত্রের অন্যতম প্রকাশ হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

কিন্তু ডঃ রণবীর চক্রবর্তী, ডঃ ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ উপরের তত্ত্বকে অস্বীকার করেছেন। ডঃ চক্রবর্তী লিখেছেন, *"অগ্রহার নীতিতে অন্তর্বর্তী ভূমধ্যকারীর উত্থান মেনে নিলেও তার দ্বারা রাষ্ট্রের আর্থিক ও সার্বভৌম অধিকার সংকুচিত বা বিপন্ন হত কিনা বলা কঠিন।"* কারণ অগ্রহার সৃষ্টির দ্বারা অনেক ক্ষেত্রেই অনাবাদী জমিকে আবাদী জমিতে পরিণত করা সম্ভব হয়েছিল। তাই ডঃ রণবীর চক্রবর্তী লিখেছেন, *"একথা অস্বীকার করা কঠিন হবে যে অগ্রহার করার বহু ঘটনাতেই পতিত, অনুর্বর, অনুৎপাদক জমি হস্তান্তরিত হয়েছিল।"* দানগ্রহীতা অনিবার্যভাবেই ঐ জমিকে উৎপাদনের উপযোগী করে তুলতেন, যার ফলে লাভ হত রাষ্ট্রের।

সামন্ততন্ত্রের প্রসারের কারণ হিসাবে নগরায়ণের অবক্ষয়ের তত্ত্বকে ডঃ রণবীর চক্রবর্তী, ডঃ ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ খন্ডন করেছেন। সমকালীন লেখমালায় উল্লেখিত 'মন্ডপিকা' থেকে এরা সিদ্ধান্তে এসেছেন যে উত্তর ভারতে বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে এই 'মন্ডপিকা'-গুলি ব্যবহৃত হত। গবেষক ব্রজদুলাল লেখমালার ভিত্তিতে প্রমাণ করেছেন, আদি-মধ্যযুগে অনেকগুলি কেন্দ্র নগরের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল। এমনকি গাঙ্গেয় উপত্যকা অঞ্চলেও বহু নগরের ধারাবাহিকতা বজায় ছিল বলে তিনি মনে করেন।

পরিশেষে বলা যায়, প্রাচিন ভারতে পশ্চিম-ইউরোপের আদলে সামন্ততন্ত্রের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া কঠিন। কারণ, পশ্চিম-ইউরোপে আর্থ-সামাজিক চরিত্র এবং ভারতের পরিস্থিতি এক ছিল না। যে মাপকাঠিতে সামন্ততন্ত্রের অস্তিত্ব, অবস্থান ও প্রসারের হিসাব করা হয়, প্রাচিন ভারতে সেগুলির কোন স্পষ্ট চরিত্র ছিল না। তাই বলা যায়, প্রাচিন ভারতে আক্ষরিক অর্থে সামন্ততন্ত্র সম্ভবতঃ ছিল না। তবে সমকালীন আর্থ-রাজনৈতিক, সামাজিক সম্পর্ক ও উৎপাদন ব্যবস্থায় সামন্ততান্ত্রিক উপাদানের কিছু অনুপ্রবেশ ঘটেছিল।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner